ছাত্রদলের মাঠ পর্যায়ের চালচিত্র-৪

চট্টগ্রাম বিভাগে ছাত্রদলকে বিএনপির প্রভাবমুক্ত করার দাবী ☐ প্রকৃত ছাত্রদের নেতৃত্বে আনতে চান নেতা-কর্মীরা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ যার আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম বিভাগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কণ্ঠে একই সুর প্রকৃত ও নিয়মিত ছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতে হবে। সেই সাথে ছাত্রদলকে বিএনপির প্রভাবমুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন নেতা-কর্মীরা। চট্টগ্রাম বিভাগে অধিকাংশ জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা সুদৃঢ়। বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় বিএনপির দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছাত্রদল বিভক্ত। কোন কোন জেলায় বিএনপি নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলকে ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে। বেশীর ভাগ জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ছাত্রত্ব নেই। কেউ কেউ বিবাহিত। সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা সম্মেলনের মাধ্যমে মেধাবী ও নিয়মিত ছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিভাগে বিভাগে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় টীমের সাংগঠনিক সফর শেষে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে চট্টগ্রাম বিভাগে ছাত্রদলের চিত্র পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় টীমে সাবেক ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলী এমপি। টীম লিডার ছিলেন.

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

নিক
নকিলাব

তারিখ ... 0 5 OCT 2002
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৫

ছাত্রদলের মাঠ পর্যায়ের চালচিত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম আহবায়ক মনির হোসেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য রেহানা আক্তার রানু, হারুনুর রশীদ হারুন ও মোক্তার আহমেদ। চট্টগ্রাম বিভাগে ছাত্রদলে সাংগঠনিক জেলা ১৬টি। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম বিআইটিকে নতুন জেলা শাখা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি ১৫টি জেলা শাখার অধিকাংশের মেয়াদ শেষ হয়েছে বহু আগে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জেলা শাখাসমূহের বেশীরভাগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ছাত্রত্ব নেই। কেউ কেউ আবার বিবাহিত। মেয়াদোত্তীর্ণ অধিকাংশ জেলা ইউনিটের সম্মেলনের তারিখ চূড়ান্ত করেছে সফরকারী টীম।

টিম লিডার ছাত্রনেতা মনির হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন সাংগঠনিক তত্ত্বাবধায়ন ছিল না। সেখানে মন্ত্রী-এমপিরা নিজেদের সুবিধামত ছাত্রদলকে ব্যবহার করেছেন। এই সাংগঠনিক সফরের ফলে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে পেয়ে মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা অভিভূত ও তাদের মাঝে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রদলকে ঢেলে সাজাতে বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জেলায় জেলায় যে সাংগঠনিক সফর পরিচালিত হয়েছে, তা অব্যাহত রাখার জন্য নেতা-কর্মীরা দাবী জানিয়েছেন। এই সফরের ফলে দীর্ঘদিন সাংগঠনিক চর্চা না থাকায় যে সমস্যা ছিল তা কেটে গেছে। কর্মীদের বক্তব্যের আলোকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

টিমের অন্যতম সদস্য হারুনুর রশীদ হারুন বলেন, এই সফরের ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ ছাত্রদল স্থবির থাকায় ঝিমিয়ে পড়া নেতা-কর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। তারেক রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ও প্রশংসনীয় উদ্যোগের ফলে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ছাত্রদল আরও বেশী শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা মজবুত। সকল থানা ও কলেজ শাখার কমিটি আছে। নোয়াখালী জেলায় ছাত্রদলের অবস্থা ভাল। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সক্রিয়। জেলায় ছাত্রদল দুইভাগে বিভক্ত। বেগমগঞ্জসহ অধিকাংশ আসনের এমপিদের সাথে স্থানীয় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের সম্পর্ক ভাল নয়। ছাত্রদলের কমিটির বাইরের নেতা-কর্মীরাও সাংগঠনিক কাজে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সাধারণ সম্পাদক ছাড়া জেলার অধিকাংশ নেতাই অছাত্র। ফেনী জেলায় জয়নাল হাজারীর কারণে গত আওয়ামী আমলের পাঁচ বছর বিএনপি ও ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা এলাকায় থাকতে না পারলেও এখন ফেনীতে রাজনীতি চর্চা হচ্ছে। স্থানীয় বিএনপির কোন্দলে ছাত্রদল দ্বিধাবিভক্ত। প্রকৃত ছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন নেতা-কর্মীরা।

সূত্র জানায়, কুমিল্লা (উত্তর) জেলায় আহবায়ক কমিটি ৭/৮ বছর আগের। সফরকারী টিম আহবায়ককে খুঁজে না পেয়ে নতুন একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করে। সমন্বয়হীনতা রয়েছে। ফলে সেখানে সংগঠন গুছানো যায়নি। কুমিল্লা (দক্ষিণ) জেলায় বিএনপির কোন্দলে ছাত্রদল বিভক্ত। জাতীয় পার্টি থেকে আসা এক এমপি প্রকৃত ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন না করায় ছাত্রদলে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ছাত্রদলের কার্যক্রম মোটামুটি সন্তোষজনক বলে সূত্র জানায়। এখানে একটি সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি করা হয়েছে।

পার্বত্য এলাকা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা সুদৃঢ়। তিন জেলায় কমিটির মেয়াদ আছে আরও ৬ মাস। কোন ধরনের কোন্দল নেই। কক্সবাজার জেলার কমিটি ৫ বছর আগের। বর্তমান জেলা সভাপতি মোক্তার আহমেদ ছাত্রদলের বর্তমান কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য। জেলা সাধারণ সম্পাদক পৌর কমিশনার। সাংগঠনিক অবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী। স্থানীয় সংসদ সদস্য ছাত্রদলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন না করায় ছাত্রদলের রাজনীতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কুতুবদিয়া থানার সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় এমপির সাংগঠনিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে জেলা কমিটির সাথে মতবিরোধ রয়েছে। আগামী ১১ ও ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় কক্সবাজার জেলার সম্মেলনে বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম সম্পাদক তারেক রহমান উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার ৯ বছর আগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি নিয়ে চলছে ছাত্রদল। কমিটিতে ছাত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। দীর্ঘদিনের কোন্দাল-উপকোন্দলে দ্বিধাবিভক্ত ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা। বিএনপির এমপিদের গ্রুপিং ছাত্রদের দ্বন্দ্বের পেছনে অনেকটা দায়ী। বিএনপি নেতারা ছাত্রদলকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেন। মহানগরীতে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল এত প্রকট যে, গত ৯ বছরে ছাত্রদল নেতারা একসাথে বসে কোন কর্মী সভা করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। সফরকারী টিম দুই গ্রুপকে একসাথে বসিয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতা মোশাররফ হোসেন দিপ্তীকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করে। মহানগরীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম ল' কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করেছে। মহানগরীর ৬টি থানায় ছাত্রদলের কমিটি আছে। নতুন ৬টি থানায় এখনও কমিটি গঠন করা হয়নি। চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ভাল। দক্ষিণ জেলায় বিএনপি নেতারা খোঁজ-খবর না রাখার কারণে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী এখনও এলাকায় যেতে পারেন না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ১ বছর আগে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মাঝে চরম দ্বন্দ্ব রয়েছে। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সেখানে কয়েক ভাগে বিভক্ত। বর্তমান কমিটির নেতৃত্বে আছেন চাকসুর সাবেক এজিএস শামীম। ছাত্রদলের একটি বিরাট অংশ ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত। সফরকারী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গ্রুপিং-এর অবসান ঘটানোর জন্য সকল গ্রুপ থেকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে একটি সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করেন। নতুন সাংগঠনিক জেলা চট্টগ্রাম বিআইটিকে